নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

মার্চ ২০০৯

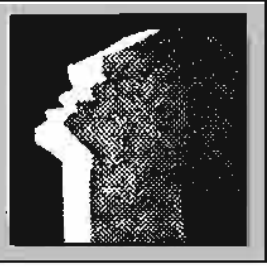

সম্পাদকীয়

প্রতিবছর মার্চ মাসের ৮ তারিখটি বিশ্বনারী দিবস হিসাবে সর্বত্র পালিত হয়। মহিলা কমিশনও এই দিনটিকে উপলক্ষ করে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এটা কখনই অস্বীকার করা যাবে না যে মেয়েদের চেতনার বিশাল অগ্রগতি ঘটেছে ; তাঁরা আজ ভারতবর্ষেও শিক্ষা ও কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইতে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। একই সঙ্গে এটাও ঠিক যে যাঁরা দীর্ঘদিন অন্দরমহলে অথবা সংসারের অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গায় বিনা বাক্যব্যয়ে আটকা পড়ে ছিলেন, তাঁদের কণ্ঠে যখন ভাষার প্রকাশ ঘটে, যখন তাঁরা নিজেদের হীন অবস্থার প্রতিবাদ করেন, তখন পিতৃতন্ত্র সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁদের বশে আনার জন্য নানাধরনের হিংস্রতার আশ্রয় নেয়। একদিকে যখন মেয়েরা বাইরে কাজ করছেন, একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাজের জন্য যাচ্ছেন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি চেয়ে সোচ্চার হচ্ছেন তখন অন্যদিকে কর্মরত মহিলাদের ধর্ষণ ও হত্যার সংখ্যা বাড়ছে। যে ভারতবর্ষে আমরা বিশ্বায়নের শরিক হিসাবে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার গর্ব করি, সেখানে এখনও স্বইচ্ছায় বিবাহ রক্তাক্ত পারিবারিক প্রতিহিংসার কারণ হয়। আবার অন্যদিকে পণপ্রথা এবং জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহের রমরমা চলতে থাকে। ক'দিন আগেই আমরা দেখেছি ম্যাঙ্গালোর শহরে 'শ্রীরাম সেনে' নামধারী একটি দল কীভাবে 'ভারতীয় সংস্কৃতি'র জিগির তুলে মেয়েদের উপর শারীরিক নিগ্রহ ও ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

৮ মার্চকে নারীদিবস হিসাবে যাঁরা ঘোষণা করেছিলেন সেই ক্লারা জেটকিনদের দেখা সমতাভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন আজ যেন আরো দূরে সরে গেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ার সঙ্গেই জাত-পাত, ধর্মঘটিত হিংসা বাড়ে ; তখন মেয়েদের উপর পিতৃতান্ত্রিক হিংস্রতাও উৎসাহিত হয়। রাজনৈতিক প্রতিশোধ তোলার জন্য হুগলির ধনেখালিতে আদিবাসী মা ও মেয়ের হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ না হলেও মেয়েরা কীভাবে হিংসার শিকার হয়। আমরা সব হিংসার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং বিশ্বনারী দিবসে পৃথিবীর যত কর্মরত মহিলা গৃহকোণে, ক্ষেত-খামারে, হাটে-বাজারে, কলে-কারখানায়, অফিস-কাছারিতে রুজি রোজগারের জন্য ঘাম ঝরাচ্ছেন এবং শ্রমদাসত্বের সবচাইতে অন্ধকার কোণাগুলিতেও নিজের সম্মান নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাঁদের লড়াইয়ে সাথী হবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

[redacted]

Women's Livelihood Rights : Recasting Citizenship for Development, Sumi Krishna, *ed.*, *Sage, 2007* । **Marriage, Migration and Gender**, Rajni Palriwal & Patricia Uberoi, *ed.*, *Sage, 2008* । **Microfinance in India**, K. G. Karmakar, *ed.*, *Sage, 2008* । **Indian Microfinance : The Challenges of Rapid Growth**, Prabhu Ghate, *Sage, 2007* । **Democracy in Muslim Societies : The Asian Experience**, Zoya Hassan, *ed.*, *Sage, 2007*

মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা, যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ৩০ ৷ **ধর্ষণ ও আইন**, মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ২০ ৷ **আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন)**, ভারতী মুৎসুদ্দি, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অববাস,* মূল্য ২০ ৷ **আইনি অধিকার জানুন-২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন)**, মালিনী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অববাস,* মূল্য ২৫ ৷ **শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়**, গৈরিকা ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অববাস,* মূল্য ৫০ ৷ **পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা**, সর্বাণী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অববাস,* মূল্য ৪০ ৷ **জাগো নারী গ্রাম জাগাও**, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন* ৷ **পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা**, ভাস্বতী চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ,* মূল্য ৬০ ৷ **West Bengal Commission for Women : 2001-07**, Sharmistha Dutta gupta, *ed.*, *West Bengal Commission for Women,* Rs. 50/- ৷ **In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban**, Malini Bhattacharya, *Tulika Books + West Bengal Commission for Women,* Rs. 200/-

ড. মালিনী ভট্টাচার্য *সভানেত্রী*
বি-২/৩, ব্লক-২, ফেজ-১, কে.এম.ডি.এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কলকাতা-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

ড. রমা দাস *সহ-সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯৭৫৩৬৩

শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-ই, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

ড. উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০-৪৮৩৬

শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

শ্রী শৈলজানন্দ হালদার *সদস্য সচিব*

[মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার **১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত** আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন।]

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

জেলা পরিদর্শন

দক্ষিণ দিনাজপুর

গত ৬ই জানুয়ারী ২০০৯ রাজ্য মহিলা কমিশনের তরফে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিদর্শন করা হয়। বালুরঘাটে একটি সভায় রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহসভানেত্রী ডঃ রমা দাস, ডঃ উমা বসু, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, শ্যামশ্রী দাস, লক্ষ্মী মুর্মু, ভগবতী মণ্ডল এবং সর্বাণী ভট্টাচার্য ছাড়াও জেলাশাসক, অতিরিক্ত পুলিশসুপার, সমাজকল্যাণ আধিকারিক, পাবলিক প্রসিকিউটার, জেলাসভাধিপতি সহ বিভিন্ন আধিকারিক, জনসংগঠনের প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় গার্হস্থ্য নির্যাতন প্রতিরোধ আইনসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। জেলার কিছু ঘটনা ও সে সম্পর্কে যে প্রতিবিধান এপর্যন্ত হয়েছে, তার রিপোর্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (Protection officer) তুলে ধরেন। এছাড়া নারীনির্যাতন রোধ, নারীপাচার রোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়। নারীনির্যাতন রোধ কমিটিকে আরো তৎপর হওয়ার জন্য কমিশন নির্দেশ দেন। বিশেষত পুলিশী বিষয়ে গাফিলতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচকরা যে প্রশ্ন তোলেন তার বিষয়ে কমিশন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এলাকায় নারীপাচার রোধে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার দিকে জেলাপ্রশাসন নজর দিচ্ছে বলে জেলাশাসক জানান। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পণপ্রথা, নারীপাচার, বাল্যবিবাহ এবং স্কুলছুট রোধে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামে ও ব্লকে সচেতনতা নিবিড় হচ্ছে বলে সমাজকল্যাণ আধিকারিক জানান। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও জেলায় উক্ত প্রবণতাগুলি যেহেতু ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই এগুলি রোধ করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নিতে এবং জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়, গণসংগঠনগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে কমিশন অনুরোধ জানায়। এই জেলায় ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী শিশুকন্যা/শিশুপুত্রের আনুপাতিক হারে ঘাটতির কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়।

উক্ত সভায় ঠিক করা হয় যে—

(১) তিনমাস অন্তর অবশ্যই নারীনির্যাতন রোধকারী বিভিন্ন সরকারী কমিটির সভা হবে।

(২) জেলায় লিগ্যাল এড পরিষেবা মহিলাদের সহায়তার ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় করতে হবে।

(৩) গার্হস্থ্য নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গণসংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্য নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবেন।

(৪) বিভিন্ন গণসংগঠনগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে জেলা প্রশাসন চলবে যাতে মহিলাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটে।

হাওড়া

২৩.৩.০৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন থেকে হাওড়া জেলা পরিদর্শনে যান সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহসভানেত্রী রমা দাস, সদস্যা উমা বসু, ভারতী মুৎসুদ্দী, ভগবতী মণ্ডল এবং শ্যামলী চক্রবর্তী। হাওড়া জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করে তাঁরা লিলুয়া হোমে যান। লিলুয়া হোমে কর্মীর অভাব আছে। ডাক্তার আছেন একজন, তাঁর কোনো সাহায্যকারী নেই। মানসিকভাবে অসুস্থ আছেন ৯২ জন।

সংশোধনাগারে কোন মহিলা কয়েদী নেই।

জেলাশাসকের অফিসে উপস্থিত ছিলেন সহসভাধিপতি, অতিরিক্ত জেলাশাসক ACMOH, SP, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, বিধায়ক, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি।

আলোচনার পরে জানা যায় জেলায় নারী অধিকার রক্ষা কমিটির মিটিং হয়েছে।

পণসংক্রান্ত বিষয়ে কোনও অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু পণের ব্যাপারে মৃত্যু হয়েছে। SP জানিয়েছেন যে সরকারীভাবে পাচারের কোনো খবর নেই কিন্তু জরির কাজের নাম করে এবং বিয়ের নাম করে পাচার হচ্ছে। মহিলাদের লকআপ নিয়ে সমস্যা আছে। মহিলা অফিসার আছেন পাঁচজন। মহিলা কনস্টেবলের অনুমোদিত পদ হল ১০১ জন, বর্তমানে আছেন ৮০ জন।

প্রোটেকশন অফিসার জানিয়েছেন যে পরিকাঠামোর অসুবিধার জন্য তাঁর কাজের সমস্যা হয়, তবে থানা থেকে সাহায্য পাচ্ছেন। PNDT কমিটির মিটিং হয়েছে।

আলোচনাসভা

স্বামীপরিত্যক্ত ও বিবাহবিচ্ছিন্ন নারীদের অর্থনৈতিক এবং সম্পত্তিগত অধিকার

৫.১২.৯৮ তারিখে Economic Research Foundation এবং Women's Legal Forum-এর সহযোগিতায় National University of Juridical Sciences, Kolkata-র সভাগৃহে উপরের বিষয়টি নিয়ে একদিনের আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করেছিল কমিশন। কমিশনের সহযোগী সংস্থাগুলির পক্ষে সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ও নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী কীর্তি সিং তাঁদের সামগ্রিক প্রকল্পটির কথা বলেন। কলকাতার কর্মশালায় E.R.F. এবং W.L.F. পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং আসামে এই বিষয়ের উপর পরিচালিত সমীক্ষার রিপোর্টগুলি পেশ করে এবং উপস্থিত আইন বিশেষজ্ঞ ও মহিলা সংগঠনগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় আইনমন্ত্রী শ্রী রবিলাল মৈত্র এবং সভাপতিত্ব করেন কমিশনের প্রাক্তন সভানেত্রী অধ্যাপক যশোধরা বাগচী। পরের তিনটি সেশনে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, কমিশনের সদস্য উমা বসু ও দেবযানী সেনগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যার বিবাহিত মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে যেমন আলোচনা হয় তেমনি খোরপোষ, বাসস্থানের অধিকার, বিবাহোত্তর সম্পত্তি, পণপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর তথ্য বেরিয়ে আসে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কমিশন সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি, W.L.F.-এর রেণু সেহেগল, স্বয়ম্-এর অনুরাধা কাপুর, C.W.D.S.-এর ইন্দু অগ্নিহোত্রী ও ইন্দ্রাণী মজুমদার, AIDWA-এর থেকে শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্ত, N.U.J.S.-এর অধ্যাপক সঙ্গীতা চন্দ, কবিতা সিং, নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক গঙ্গোত্রী চক্রবর্তী, দিল্লীর আইনজীবী বুলবুল দাস প্রমুখ। সবশেষে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার পেশ করতে গিয়ে কমিশনের সভানেত্রী বলেন যে, আলোচনা থেকে যে সুপারিশ উঠে এসেছে তার মধ্যে দু'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ (১) বিবাহোত্তর যৌথ সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা এবং (২) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছিন্ন ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের অসুবিধাগুলির কথা মনে রেখে তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া। এই কর্মশালার সুপারিশগুলি নিয়ে পরবর্তী সময়ে একটি সার্বিক দলিল তৈরি করা হবে বলে শ্রীমতী কীর্তি সিং জানান।

বদ্‌লি মাতৃত্ব বা সারোগেসি

গত ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র (উইমেনস্ স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার) যৌথভাবে 'সারোগেট মাদারহুড ঃ টুওয়ার্ডস এ জেনডারড পারসপেক্টিভ' শীর্ষক একটি জাতীয় স্তরের আলোচনাভার আয়োজন করে। আলোচনাসভাটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসে। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে যে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশে বহুসংখ্যক এ. আর. টি. ক্লিনিক (Artificial Reproductive Technology) গজিয়ে উঠেছে এবং এই ক্লিনিকগুলির মাধ্যমে বদ্‌লি মাতৃত্বের ব্যাপক বাণিজ্যীকরণ ঘটেছে। দরিদ্র মহিলাদের সম্ভাব্য শোষণ ঠেকাতে এখন পর্যন্ত কোনো আইনও নেই।

দু'দিন ব্যাপী এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা, চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ও চিকিৎসকমণ্ডলী, আইনজীবী ও আইন বিশেষজ্ঞ, সমাজকর্মীগণ, নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিরা ও আরো অনেকে।

বদ্‌লি মাতৃত্ব বিষয়ক আলোচনাসভায় কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্য, শ্রী এস. কে গুপ্ত, অধ্যাপক যশোধরা বাগচী, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ঈশিতা মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী প্রফেসর মালিনী ভট্টাচার্য্যের স্বাগত ভাষণের পর আলোচনাসভার উদ্বোধনী ভাষণ দেন কমিশনের প্রাক্তন সভানেত্রী প্রফেসর যশোধরা বাগচী। এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রী এস. কে. গুপ্ত (কমিশনার, পরিবার কল্যাণ, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর), প্রফেসর ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় (প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), এন. সরোজিনী (সামা/SAMA) ; সুধা সুন্দররামন (এইডওয়া/AIDWA), অস্মিতা বসু (লইয়ারস্ কালেক্টিভ), ডাঃ কাজলকৃষ্ণ বণিক, প্রফেসর নীলাঞ্জনা গুপ্ত, ডঃ মধুমিতা রায় এবং ফ্রন্টলাইন পত্রিকার তরফে শ্রীমতী টি. কে. রাজলক্ষ্মী। এঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে সারোগেসি ও কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইন তথা এ. আর. টি. ড্রাফট বিল, ২০০৮ ; সারোগেসির বাণিজ্যিকীকরণ ; সারোগেসি এবং দত্তক সন্তান ; সারোগেসি ও মেডিক্যাল ট্যুরিজম-এর মতো বিষয়গুলি। আলোচনার দ্বিতীয় দিনে রাজ্য আইন দপ্তরের সচিব শ্রী অনিন্দ্য ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী সমগ্র আলোচনাটির সারসংক্ষেপ করে বলেন যে যদিও মহিলা কমিশন বা আলোচনাসভায় উপস্থিত কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির বিপক্ষে নয়, তবুও প্রযুক্তির অপব্যবহারের শিকার যদি মেয়েরা, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর মেয়েরা, হয় তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে মহিলা কমিশন বদ্ধপরিকর। বর্তমান খোলাবাজারের যুগে চিকিৎসাবিদ্যায় নানা অভিনব প্রযুক্তির বাজারীকরণের একটি উদাহরণ হল 'বদলি মাতৃত্ব' বা সারোগেট মাদারহুড, যেখানে সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে মুনাফাভোগীদের সক্রিয় চক্র তৈরী হচ্ছে এবং তার ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্যহানি ছাড়াও মৌলিক অধিকারেরও হানি ঘটছে। এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের পূর্বে আরও ব্যাপক তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনার জরুরি প্রয়োজন আছে। মহিলা কমিশন এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে।

k মহিলা কমিশনের বিভিন্ন উদ্যোগ k

সিঙ্গুরে মহিলাদের জন্য বিকল্প জীবিকা

(১) রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে গত ১৯শে ডিসেম্বর সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে মহিলাদের বিকল্প জীবিকার সন্ধানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাধিপতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও BDO-র উপস্থিতিতে সভানেত্রী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। বিপুলসংখ্যক মহিলার উপস্থিতি আলোচনায় একটি নতুন মাত্রা এনে দেয়। মহিলাদের অনেকেই কমিশনের সদস্যদের কাছে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এব্যাপারে তারা কমিশনের সদস্যদের সাহায্য পেতে ইচ্ছুক বলেও জানান। সভায় কমিশনের সদস্যরা ছাড়াও বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক পার্থিব বসু। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ শিল্প নিগমের দুজন আধিকারিকও তাদের অবস্থানটি বুঝিয়ে বলেন।

(২) গত ১লা জানুয়ারী চুঁচুড়ায় হুগলী জেলা সভাধিপতির সাথে কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য ও সদস্য দেবযানী সেনগুপ্ত সিঙ্গুরে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, শিশু ও নারী কর্মাধ্যক্ষ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে বিভিন্ন জীবিকার জন্য সুপারিশ করার আগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একটি সমীক্ষা করা হবে। এব্যাপারে কোন NGO-র সাহায্য নেবার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়, সভায় উপস্থিত সকলেই সমীক্ষার ব্যাপারে সাহায্যের অঙ্গীকার করেন।

আই.জি., বি.এস.এফ ও জয়েন্ট সেক্রেটারি, রাজ্য সরকারের গৃহ-সুরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা

এই আলোচনাটির আয়োজন করা হয়েছিল একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে। কমিশনের কাছে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলির কিছু জওয়ানদের দ্বারা স্থানীয় মহিলাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ আসে। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে কমিশন চিঠি লিখলেও তার কোন উত্তর পাওয়া যায়না। ২৩.১২.০৮ তারিখে সি. ভি. মুরলীধর, আই. জি., বি. এস. এফ. ও জয়েন্ট সেক্রেটারি, গৃহ-সুরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মহিলা কমিশনের যে মিটিং হয় তাতে তিনটি কেস নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেখানে বি. এস. এফের জওয়ানদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ বা হত্যার অভিযোগ রয়েছে। আই. জি., বি. এস. এফ. কাগজপত্রগুলি গ্রহণ করে কোথায় তাঁর কাছে চিঠি লিখতে হবে তা জানান এবং আশ্বাস দেন যে, ভবিষ্যতে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে স্থানীয় মানুষ, বি. এস. এফের সৈনিক ও অফিসারবৃন্দ এবং কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে কিছু সচেতনতার কর্মসূচী নেওয়ারও প্রস্তাব রাখা হয়। যে তিনটি কেসের কাগজপত্র আমরা দিয়েছিলাম, তার উপরে রিপোর্ট এই প্রতিবেদনটি লেখার সপ্তাহখানেক আগে আমাদের হাতে পৌঁছেছে—কমিশন থেকে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল হোমে সরেজমিন তদন্ত রিপোর্ট

১৪ই জানুয়ারী ২০০৯ সালে গণশক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদসূত্রে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল হোম থেকে শারীরিক নিগ্রহের কারণে দুটি নাবালিকার হোম থেকে পালিয়ে যাওয়া ও পরবর্তীকালে তাদের আপত্তি সত্ত্বেও আদালতের নির্দেশে হোমে ফিরে আসার বিষয়ে অবহিত হয়ে কমিশন সরেজমিন তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৮ই জানুয়ারী সহসভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দী, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল হোমে সরেজমিন তদন্তে যান। সেখানে তাঁরা সমাজকল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিক লিয়াকৎ আলি, জেলা CWC সদস্য শ্রীমতী কৃষ্ণকলি ব্যানার্জী, হোম সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীমতী শীলা মুখার্জী, অভিযোগকারী দুই আবাসিকা সুনীতাকুমারী ও রাজুবালা বিশ্বাস সহ অন্যান্য আবাসিকগণ এবং সেলাই শিক্ষিকা নূপুর বর্মন ও শিক্ষিকা উত্তমা কর্মকারের সাথে কথা বলেন। এই সময় স্থানীয় থানার OC উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা থেকে জানা যায় যে এই হোমে পরিত্যক্ত, হারিয়ে যাওয়া, পাচার হয়ে উদ্ধার হওয়া ২৫ জন আবাসিকা আছে।

২রা জানুয়ারী সুনীতাকুমারী ও রাজুবালা বিশ্বাস হোম থেকে পালিয়ে যায়। অভিযোগ পালানোর আগে লাঠি দিয়ে তাদের মারা হয়েছিল। এর আগেও রূপালী নামে এক আবাসিকার সঙ্গে সুনীতা পালিয়ে গিয়েছিল।

সুনীতা ও রাজু দুজনেই অন্য হোমে যেতে চায়, পৃথক হোমে যেতে তাদের আপত্তি নেই। তাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না, বছরে চারটে সেট জামা হত, এখন হচ্ছে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনও অভিযোগ নেই। অন্য কয়েকজন শিক্ষিকার বিরুদ্ধেও মারধরের অভিযোগ আসে। তবে অনেক পুরোনো আবাসিকারা জানিয়েছেন যে তাঁদের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার হয় না।

হোমে কোনও প্রকার বিনোদন বা খেলাধূলার সুযোগ নেই। বাইরের ছেলেদের জমায়েত হয় বলে হোমের দেওয়ালে খুব উঁচু কাঁটাতারের বেড়া

লাগানো হয়েছে। একদিকে সুরক্ষার প্রশ্ন জরুরি হলেও এধরনের ব্যবস্থায় হোম জেলখানার মতো হয়ে ওঠে। মহিলা কমিশন এই দুটি মেয়েকে অন্যত্র সরানোর সুপারিশের সঙ্গে আবাসিকদের খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাও করতে বলেছে।

গঙ্গাসাগর মেলায় নারী-পাচার প্রতিরোধের একটি কর্মসূচী

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্তা সংঘমিত্রা ঘোষের অনুরোধক্রমে এবং তাঁর অফিসে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনার মাধ্যমে মহিলা কমিশন এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলায় পাচার প্রতিরোধ করার জন্য কিছু কর্মসূচী নেয়। গঙ্গাসাগর মেলার আগে-পরে যখন অন্য প্রদেশ থেকে গঙ্গাসাগরে জনসমাগম হয় তখন বিবাহের নামে বা অন্যভাবে মেয়েদের পাচার করা হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবছর মহিলা কমিশন 'সংলাপ' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটিকে দায়িত্ব দেয় সরেজমিনে মেলার কয়েকদিন এ ধরনের ঘটনা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে। সেইসঙ্গে মহিলা কমিশন থেকে হিন্দী ও বাংলায় দু'হাজার পোস্টার তৈরি করা হয় স্থানীয়ভাবে বিতরণ করার জন্য। এই পোস্টারে নারী ও শিশু পাচার সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা হয়। জানা গেছে, পোস্টারটির বহুল প্রচার হয়েছে। এছাড়া মেলায় পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে 'সংলাপ'-কে দিয়ে একটি ক্যাসেট তৈরি করিয়েও সতর্কবাণী প্রচার করা হয়। পরবর্তী সময়ে 'সংলাপে'র কাছ থেকে আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি তা জেলা প্রশাসনকেও পাঠানো হয়েছে। কমিশনও রিপোর্টটি খতিয়ে দেখছে যাতে আগামী বছর আরও সময় নিয়ে সার্বিকভাবে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

গার্হস্থ্য হিংসায় নারীর সুরক্ষা আইন (২০০৫) সংক্রান্ত নোটিস

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন গার্হস্থ্য/পারিবারিক হিংসায় নারীর সুরক্ষা আইন (২০০৫) (PWDVA 2005) সম্বন্ধে মহিলাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে এই আইন সংক্রান্ত একটি খসড়া নোটিস তৈরি করে এবং এই বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ১৯ জানুয়ারী ২০০৯ কমিশনের সভাগৃহে এক সভার আয়োজন করে। কমিশনের পক্ষ থেকে 'স্বয়ম'-এর ডিরেক্টর শ্রীমতী অনুরাধা কাপুর, উইমেনস্ ইন্টারলিঙ্ক ফাউন্ডেশান এর ডিরেক্টর শ্রীমতী অলকা মিত্র, 'কলকাতা সোসিও কালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে'র সচিব শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্ত, 'হিউম্যান রাইটস্ ল নেটওয়ার্ক'-এর ডিরেক্টর শ্রীমতী সুতপা চক্রবর্তী এবং 'সুতানুটির সখ্য'-এর যুগ্মসচিব শ্রীমতী মধুপূর্ণা ঘোষকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

এই নোটিসটিকে চূড়ান্ত আকার দিয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঠানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট থানা ও পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে নোটিসটি টাঙানোর জন্য অনুরোধ করা হবে যাতে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার মহিলারা তাঁদের সমস্যা সমাধানে সঠিক ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

আদিবাসী মহিলা ঝর্ণা মান্ডি ও তার শিশুকন্যা সুমনার উপরে অগ্নিসংযোগের ঘটনার সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট

ধনেখালির বেলমুড়ি অঞ্চলের গোবরতারা গ্রামের বাসিন্দা ও পঞ্চায়েত সদস্য আদিবাসী লখু মান্ডির স্ত্রী ঝর্ণা মান্ডি ও তার কন্যা সুমনা মান্ডিকে পুড়িয়ে মারার জন্য গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার খবর ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে রাত্রিবেলা ২৪ ঘণ্টা নামক বৈদ্যুতিন চ্যানেল মারফৎ অবগত হয়ে কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি হুগলীর ইমামবাড়া হাসপাতালে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঝর্ণা মান্ডির সঙ্গে দেখা করেন। কিছু দুষ্কৃতকারী সম্ভবতঃ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য মা ও মেয়ের মাথায় কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। শিশু সুমনা দগ্ধ অবস্থায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। ঝর্ণা মান্ডি দেহে প্রায় একশো ভাগ পোড়া ক্ষত নিয়ে জীবনের জন্য লড়াই করার পর অবশেষে ২৬.০২.২০০৯ তারিখে এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি যখন ঝর্ণা মান্ডির সঙ্গে দেখা করেন তখন ঝর্ণা তাঁর কাছে আক্রমণকারীদের কয়েকজনের নাম বলেন এবং তাদের শাস্তি দাবি করেন। শ্রীমতী মুৎসুদ্দি ওইদিন গোবরতারা গ্রামে ঝর্ণা মান্ডির পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেন। রাজনৈতিক হিংস্রতার ফলে শিশু ও নারীর জীবন কীভাবে বিপন্ন হয় ঝর্ণা ও তাঁর কন্যার হত্যাকাণ্ড তার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন, এই ঘটনার সমস্ত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার দাবি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে রাখা হয়।

k কমিশনের প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সমাধা হওয়া কয়েকটি কেসের বিবরণী k

কেস নং-১ ঃ আবেদনকারিণী বাড়িতে মা, বাবা ও ভাইদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়ে প্রতিকারের আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে আলোচনায় বসার পাশাপাশি আবেদনকারিণীকে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন ২০০৫ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে বলা হয়। বর্তমানে উক্ত মামলায় আবেদনকারিণী বাড়িতে নির্বিঘ্নে থাকার অধিকার পেয়েছেন।

কেস নং-২ ঃ আবেদনকারিণী বিবাহের পর থেকেই স্বামী ও শাশুড়ীর দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হতে থাকেন। এছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকে। ইতিমধ্যে আবেদনকারিণী অন্তঃস্বত্বা হয়ে পড়ায় নতুন প্রক্রিয়ায় অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে। আবেদনকারিণীর স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে যান। কিছুদিন পর আবেদনকারিণী বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন। দীর্ঘ তিনবছর সন্তান সহ বাপের বাড়িতে থাকার পরও স্বামী কোন খোঁজখবর না নেওয়ায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে বারবার উভয়পক্ষের সাথে আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে কমিশন থেকে আবেদনকারিণী ও তাঁর সন্তানের ভরনপোষণ বাবদ মাসিক ৪,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে কমিশনের সিদ্ধান্ত মতো আবেদনকারিণী ভরণপোষণ পাচ্ছেন বলে কমিশনকে লিখিতভাবে জানান।

কেস নং-৩ ঃ আবেদনকারিণী বিয়ের পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হন। বিয়েতে পণ বাবদ বহু অর্থ ও অন্যান্য জিনিষ দেওয়া সত্ত্বেও স্বামী আরো ৩০,০০০ টাকা দাবী করেন। আবেদনকারিণীর বাপের বাড়ি থেকে ১০,০০০ টাকা দেওয়ার পর বাকী ২০,০০০ টাকা না দিতে পারায় সমস্ত গহনা কেড়ে নিয়ে সকলে মিলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় আবেদনকারিণী কমিশনের দ্বারস্থ হলে, কমিশনের আলোচনাতে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে স্ত্রীর এককালীন খোরপোষের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ও জিনিষপত্র ফেরতের মাধ্যমে আপোষ বিবাহবিচ্ছেদে সম্মত হন। বিষয়টি কমিশনের আয়োজিত পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো হয়।

কেস নং-৪ ঃ আবেদনকারিণী শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন দ্বারা অত্যাচারিত। স্বামীর আয় সংসারের প্রয়োজনে দেন না। আবেদনকারিণী আর্থিক অনটনের মধ্যে থাকায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। আবেদনকারিণীর একটি পুত্র বর্তমান। বর্তমানে অপরপক্ষ মাসিক ৬০০০ টাকা মাহিনাতে একটি বস্ত্র কারখানায় কর্মরত। কমিশনের আলোচনাতে অপরপক্ষ স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ মাসিক ২০০০ টাকা দিতে সম্মত হন।

শোক সংবাদ

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সময় থেকে মহিলা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী, মাধুরী দাশগুপ্ত, প্রবীণ মহিলা নেত্রী স্বাধীনতা-পূর্ব চট্টগ্রামে নারী আন্দোলনের সংগঠক জ্যোতিদেবী, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের প্রথম সভানেত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী মঞ্জুলিকা বসুর প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। এঁদের উদ্দেশ্যে মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও স্পেকট্রাম অফসেট ৫, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭ থেকে মুদ্রিত।